তারিখ ৩১/৭/২০০০
পৃঃ ২ কলাম ২
২০৮

মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে অশ্লীল নকল পাইরেট বই ।। শত কোটি টাকা আত্মসাৎ

রেজানুর রহমান ।। মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বই কেনার ক্ষেত্রে জালিয়াতির আরও একটি ঘটনা ধরা পড়িয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেকের নির্দেশে গঠিত একটি কমিটি এই ব্যাপারে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করিয়াছে। তদন্ত প্রতিবেদনের রিপোর্ট অনুযায়ী বিগত ১৫ বছর যাবৎ শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বই কেনার নামে ব্যাপক দুর্নীতি হইয়াছে। শুধুমাত্র অর্থের লোভে দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের পরিপন্থী নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তক এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। গুদামে পচনধরা নিম্নমানের অশ্লীল, নকল, পাইরেট গ্রন্থ প্রকল্পটিতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিগত ১৫ বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হইয়াছে।

জানা যায়, আশির দশকের প্রথমদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। ১৯৯৫ সালে ১ হাজার ৮৪০টি স্কুলে বই ও অন্যান্য পাঠ সামগ্রী পাঠানোর লক্ষ্যে বইয়ের এই তালিকাটি প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ১৯৯৬ সালের ১৭ই আগষ্ট তালিকাটির চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়। এই সময় প্রকল্প পরিচালক ছিলেন অধ্যাপক আজাহার আলী। ১৯৯৮ সালে আজাহার আলী অবসর গ্রহণের পর ডঃ গোলাম রসুল মিয়া ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পান। তবে প্রকল্পের অধীনে বই ও অন্যান্য সামগ্রীর তালিকা প্রণয়নের কাজে মূল ভূমিকা পালন করেন উপ-পরিচালক আব্দুর রশীদ এবং গবেষণা সহকারী ইফতেখার হোসেন।

পাইরেট বই

তালিকায় ব্যাপক সংখ্যক পাইরেট বইয়ের নাম রহিয়াছে। বেশীরভাগ বই

(২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

মাধ্যমিক শিক্ষা

(প্রথম পৃঃ পর)

নিম্নশ্রেণীর প্রকাশনার নকল পাইরেট অথবা একজনের বই অন্যজন ছাপাইয়াছেন। তালিকায় ভারতের পিকে সরকার লিখিত 'হাইয়ার ইংলিশ গ্রামার' শীর্ষক একটি বইয়ের গায়ে মূল্য লেখা রহিয়াছে ১৭৫ টাকা। কিন্তু ওয়ার্ক অর্ডারে বইখানির দাম দেখানো হইয়াছে ২৫০ টাকা। এই বইখানিতে যেসকল রচনা রহিয়াছে তাহার মধ্যে ভারতের ছাত্র আন্দোলন, দুর্গাপূজা, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ফ্লাগ, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল বার্ড উল্লেখযোগ্য।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত

গালিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, শেক্সপিয়ারের রোমিও জুলিয়েট বাংলাদেশে সুন্দর বাঁধাইয়ে প্রকাশিত হইলেও এতদসংক্রান্ত ভারতীয় বইকেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

মুদ্রাকরের নাম নাই

তালিকায় কে নাজনীন লিখিত 'পরিবেশ ও বৃক্ষ' শীর্ষক একটি বই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই বইয়ে মুদ্রাকরের কোন নাম নাই। মাত্র ৪ ফর্মার এই বইখানির দাম রাখা হইয়াছে ১১০ টাকা।

ইসলামের চার খলিফা

তালিকায় ইসলামের চার খলিফা, বড়পীর, হযরত ফাতেমা প্রমুখের উপর লিখিত বইগুলির মধ্যে কোন প্রকাশনা সংস্থার নাম নাই। ঢাকা পাবলিশিং হাউস নামে একটি সংস্থাকে পরিবেশক হিসাবে দেখাইয়া ৪৮ বাংলা বাজার ঠিকানা উল্লেখ করা হইয়াছে। তদন্ত কমিটি উক্ত ঠিকানায় উল্লেখিত প্রকাশনা সংস্থার কোন হদিস পায় নাই।

মানচিত্রে আমার বাংলাদেশ

তালিকায় 'মানচিত্রে কেমন আমার বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি বই সরবরাহ করা হইয়াছে। ১৯৯৬ সালে পুনঃমুদ্রিত এই বইখানি সরবরাহ করা হইয়াছে ২০০০ সালে। বইখানির ৬৩-৬৬ পৃষ্ঠায় সার্ক দেশের পরিচয় দিতে গিয়া বলা হইয়াছে 'বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী'। বাংলাদেশের প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৬৯ সালে সাধারণ নির্বাচন আন্দোলন হয়। বলাবাহুল্য, ১৯৬৯ সালে দেশে কোন নির্বাচন হয় নাই। শিক্ষার হারের ক্ষেত্রে ৩২% বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ ২০০০ সালে সরবরাহকৃত বইয়ে শিক্ষার হার ৬২% থাকা উচিত ছিল।

প্রসঙ্গ র‍্যাপিডেক্স

তালিকায় স্কুলের ছাত্রদের ইংরেজি শিখানোর জন্য ভারতীয় বই র‍্যাপিডেক্স অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ঢাকার ফুটপাতে এই বইখানি ঊর্ধ্বে ৫০ টাকায় পাওয়া যায়। কিন্তু বইখানির মূল্য ধরা হইয়াছে ১৩০ টাকা।

গণতন্ত্র কুফুরি মতবাদ

তালিকায় মাওলানা রহিম লিখিত সুন্নাত ও বিদয়াত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই বইয়ের ২৫০ পৃষ্ঠায় লেখা রহিয়াছে নারী প্রাধান্যের কারণেই বহু সমাজ ও রাষ্ট্র বিপর্যস্ত হইয়াছে। ৯৯ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে গণতন্ত্র কুফুরি মতবাদ।

অশ্লীল বই

তালিকায় মকছুদুল মোহছেনীন বা বেহেস্তের পুঞ্জী নামক একটি বই অন্তর্ভুক্ত করিয়া স্কুলের ছাত্রদের জন্য সরবরাহ করা হইয়াছে। ইহার ২১৯ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে স্ত্রী সহবাসের নিয়ম-কানুন, ২০৬ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে তালাক দেওয়ার নিয়ম-কানুন, ২৯০ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে স্ত্রীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার নিয়ম-কানুন ইত্যাদি।

বঙ্কিম রচনা সমগ্রের নামে বস্তাপচা বই

বঙ্কিম রচনা সমগ্র নামে একটি তৃতীয় শ্রেণীর 'ড্যাম' বই সরবরাহ করা হইয়াছে। এই রচনা সমগ্রে কপালকুণ্ডলা মাত্র ২৬ পৃষ্ঠায়, দেবী চৌধুরাণী মাত্র ২৪ পৃষ্ঠায়, সীতারাম মাত্র ১৬ পৃষ্ঠায়, রজনী মাত্র ২০ পৃষ্ঠায়, দুর্গেশনন্দিনী মাত্র ২৪ পৃষ্ঠায়, আনন্দমঠ মাত্র ২২ পৃষ্ঠায় ছাপান হইয়াছে।

শেষ পর্যন্ত ভারতীয় অভিধান

শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে বাংলা একাডেমীর অভিধান সরবরাহের প্রস্তাব করিয়াছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু প্রকল্প কর্মকর্তাদের যোগসাজশে ভারতীয় অভিধানই সরবরাহ করা হইয়াছে।

প্রসঙ্গ নজরুলের সঞ্চিতা

দেশে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বইয়ের অভাব নাই। বাংলা একাডেমী, নজরুল ইনষ্টিটিউট, নজরুল একাডেমী হইতে প্রচুর নজরুল রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ প্রকল্পে নজরুলের 'সঞ্চিতা' সরবরাহ করা হইয়াছে কলিকাতার ডিএম লাইব্রেরীর।

তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশমালায় বলা হইয়াছে, নিম্নমানের পাইরেট এবং অশ্লীল বই সরবরাহের জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করা হইয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। বিশেষ করিয়া প্যারাগন, আলীগড়, পপুলার পাবলিশার্স, পরমা, আইডিয়াল লাইব্রেরী, বুক ভিউ, কম্বাইন্ড কনসোর্টিয়ামসহ বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের হাত করিয়া দীর্ঘদিন হইতে প্রকাশনা জগতে অপকর্মে লিপ্ত রহিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া খুবই জরুরী। সুপারিশমালায় আরও বলা হয়, আশির দশক হইতে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রকল্পগুলির বই কেনার খাতে শত কোটি টাকা বরাদ্দ থাকিলেও প্রকাশনা জগতে ইহার কোন প্রভাব পড়ে নাই। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয় দুই বছর ধরিয়া মাত্র ৩ কোটি টাকার বাজেটে সরাসরি বই কেনার যে কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে তাহা প্রকাশনা জগতে বিপুল প্রভাব ফেলিয়াছে।

উল্লেখ্য, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে সম্পূরক পঠন উপকরণ হিসাবে যে বইয়ের তালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে, উহাতেও ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠিয়াছে। এই অনিয়মের জন্য ইতিমধ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কফিল উদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। গণশিক্ষা বিভাগের এই প্রকল্পে 'মহানায়ক হিটলার' শীর্ষক একটি বইয়ের পাশাপাশি মৃত লেখকের নামেও একাধিক বই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে এই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বই বাতিল করা হইয়াছে।